আরবি ভাষার উৎস, জন্ম ও ক্রমবিকাশ- এম এ এস ইমন

আরবি নামটি শুনলে প্রথমেই আমাদের মনে আসে এটি পবিত্র কুরআনের ভাষা, যা ইসলাম ধর্মের সাথে সম্পর্কিত। সারা বিশ্বের মুসলমানরা প্রতিদিন তাদের প্রার্থনায় আরবি ভাষায় কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করে থাকেন।

এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আরবি ভাষা মুসলমানদের কাছে একটি অতি পবিত্র ভাষা হিসেবে গণ্য।সর্বশেষ নবী ও রাসুল হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মাতৃভাষা ছিল আরবি, আর আল্লাহ জিব্রাইলের (আ.) মাধ্যমে তার উপর এই ভাষায় ওহী নাযিল করতেন।

ঐতিহাসিকভাবে মুসলিমদের বিশ্বাসমতে, আরবিই সেই ভাষা যার মাধ্যমে জান্নাত বা স্বর্গে মানুষ একে অন্যের সাথে বা ফেরেশতাদের সাথে যোগাযোগ করবে।

আরবি হলো বিশ্বের বহুল ব্যবহৃত কথ্য ভাষাগুলোর মধ্যে একটি। ব্যবহারের দিক থেকে এটি পঞ্চম স্থানে, যা আজকের মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা জুড়ে একটি সরকারি ভাষা হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে। এমনকি এর ব্যবহার বিভিন্ন উপভাষাতেও রয়েছে। উপরেই বলা হয়েছে, আরবি ভাষা মুসলিমদেরর কাছে একটি ধর্মীয় ভাষা হিসেবেও কাজ করে।

কারণ, আরবি হলো পবিত্র ধর্মগ্রন্থ আল-কুরআনের ভাষা, এবং এটি ইসলাম ধর্মের সাথে সরাসরি যুক্ত। এভাবে এই ভাষা ধর্মীয় তাৎপর্যের সাথে সাথে ঐশ্বরিক উদ্ঘাটনের সাথেও যুক্ত, যা ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে।

জনপ্রিয় এই আরবি ভাষা কোথা থেকে এসেছে? এর জন্ম কীভাবে হলো? আর, কীভাবেই বা এর পরিবর্তন ঘটেছে? প্রাচীন এই ভাষা সম্পর্কে জানাতেই আজকের এই লেখা। পাঠকবৃন্দ, তো চলুন আরবি ভাষা সম্পর্কে জানতে ঘুরে আসি ইতিহাসের পাতা থেকে।

আজকের বিষয় হলো আরবি ভাষা, যাকে আরবিতে ‘আল আরাবিয়া’ বলা হয়। প্রায় ২৯৩ মিলিয়ন স্থানীয় ভাষা ব্যবহারকারী, এবং বিশ্বব্যাপী মোট ৪২২ মিলিয়ন মানুষ আরবি ভাষায় কথা বলেন। বিশ্বের ২৬টি দেশের অফিসিয়াল ভাষা আরবি। এটি জাতিসংঘের ছয়টি অফিসিয়াল ভাষার মধ্যে

একটি।

কুরআনের ভাষা হিসেবে এটি সারা বিশ্বের ১.৭ বিলিয়ন মুসলমানের ধর্মীয় ভাষাও। যদিও তাদের অধিকাংশই আরবি ভাষায় মনের ভাব আদান-প্রদান পারে না, কিন্তু প্রার্থনা এবং ধর্মীয় অধ্যয়নের জন্য আরবি ভাষা সম্পর্কে কিছু জ্ঞান তাদের অধিকাংশেরই রয়েছে। এই ভাষার রয়েছে বিভিন্ন বৈচিত্র্য।

প্রধান বৈচিত্র্যগুলোর মধ্যে একটি হলো কুরআনের শাস্ত্রীয় আরবি। অনেক পণ্ডিত একে আরবি ভাষার সবচেয়ে নিখুঁত রূপ বলে মনে করেন, এবং কেউ কেউ বলেন যে, এটি একমাত্র সত্যিকারের আরবি, কারণ এটাই ছিল সেই ভাষা যে ভাষায় সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ শেষ নবী ও রাসুল হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর কাছে কুরআন অবতীর্ণ করেন। তারপর রয়েছে মডার্ন স্ট্যান্ডার্ড আরবি, যা আজ অফিসিয়াল ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত আরবি ভাষার একটি রূপ।

এটি সাহিত্যে ব্যবহৃত আরবির আধুনিক রূপ, যা কুরআনের ধ্রুপদী আরবির উপর ভিত্তি করে তৈরি। এটা ঠিক শাস্ত্রীয় আরবির মতো নয়, কিন্তু উভয়কেই আরবরা ‘আল-ফুশা’ বলে উল্লেখ করেছে, যার অর্থ ‘বাকপটু বক্তৃতা’।

সেমিটিক ভাষার উপগোষ্ঠীর সর্বোত্তম শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কে ভাষাবিদদের মধ্যে এখনও ভিন্নমত দেখা যায়। সেমিটিক ভাষাগুলো প্রোটো-সেমিটিক এবং মূল বা সেন্ট্রাল সেমিটিক ভাষার উদ্ভবের মধ্যে, বিশেষত ব্যাকরণে ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে বলে তারা মনে করেন।

ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ থেকে জানা যায়- আরবি ভাষা সেমিটিক ভাষা পরিবার থেকে এসেছে, এবং এটি ঐ পরিবারের অন্যান্য সেমিটিক ভাষার সাথে বিকশিত হয়েছে। সেই দিক থেকে বিশেষ করে আরবি ভাষা মূলত কোনো নির্দিষ্ট ভাষা কোথা থেকে এসেছে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বেশ কঠিন, কারণ ভাষা সর্বদা পরিবর্তিত এবং বিকশিত হয়।

আরবি এবং অন্যান্য সেমিটিক ভাষা, যেমন- হিব্রু, আরামাইক এবং ফিনিশিয় সব একই প্রোটো-সেমিটিক ভাষা থেকে বিকশিত হয়েছে। আরবি ভাষা মূল বা সেন্ট্রাল সেমিটিক শাখার অন্তর্গত একটি ভাষা, যেখানে সেন্ট্রাল সেমিটিকের আরেকটি শাখা থেকে হিব্রু, আরামাইক এবং ফিনিশিয় ভাষাগুলো এসেছে। সেমিটিয় গোত্রের ভাষাসমূহের অন্তর্গত জীবিত সেমিটিক ভাষাগুলো হলো আধুনিক হিব্রু ভাষা (ইসরায়েলের

ভাষা), আমহারীয় (ইথিওপিয়ার ভাষা), এবং ইথিওপিয়ায় প্রচলিত অন্যান্য ভাষা। মৃত সেমিটিয় ভাষাগুলোর মধ্যে আছে প্রাচীন হিব্রু, আক্কাদীয় (ব্যাবিলনীয় ও আসিরীয়), সিরীয় ও ইথিওপীয় ভাষা।

বহু আরব বিশেষজ্ঞ আরবি ভাষার উৎস খোঁজার চেষ্টা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, ইবনে আল ক্বালবি তার লিখিত কিতাব আল-আসাম বইয়ে লিখেছেন, ব্যাবিলন থেকে আসা আমালিয়ার জায়ান্টরাই প্রথম আরবিতে কথা বলতেন, এবং তাদের সাথে এটি আরব ভূখণ্ডে ছড়িয়ে দেন।

এছাড়া একটি জনপ্রিয় ও ব্যাপক গৃহীত তত্ত্ব ও ধারণা হলো- আরবি ভাষা দক্ষিণ আরব ও আধুনিক ইয়েমেনের আশেপাশে উদ্ভূত হয়েছে, এবং পরে এটি উত্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। পাঠক, চলুন দেখে আসি ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ থেকে পাওয়া আফ্রো-এশিয়াটিক ভাষা পরিবার থেকে আরবি ভাষা কীভাবে এলো তার একটি সম্ভাব্য প্রবাহ চিত্র।

প্রাচীনকালে আরবের অধিবাসীরা বিভিন্ন সেমিটিক ভাষায় কথা বলত। দক্ষিণ-পশ্চিমে, প্রাচীন দক্ষিণ আরব পরিবারের (যেমন- দক্ষিণ থামুডিক) অন্তর্গত এবং এর বাইরের বিভিন্ন সেন্ট্রাল সেমিটিক ভাষার ব্যবহার ছিল।

বিশ্বাস করা হয়, আধুনিক দক্ষিণ আরবীয় ভাষার (নন-সেন্ট্রাল সেমিটিক ভাষা) পূর্বপুরুষরাও এই সময়ে দক্ষিণ আরবের ভাষায় কথা বলত। উত্তরে, উত্তর হিজাজের মরূদ্যানে, দাদানিটিক এবং তায়মানিটিক শিলালিপির ভাষাগুলোর কিছুটা প্রতিপত্তি ছিল। নজদ এবং পশ্চিম আরবের কিছু অংশে ‘থামুডিক সি’ নামে শিলালিপিতে প্রাপ্ত একটি ভাষা পণ্ডিতরা খুঁজে পেয়েছেন।

পূর্ব আরবে প্রাপ্ত একটি শিলালিপি থেকে হাসাইটিক নামে পরিচিত একটি ভাষার প্রমাণ পাওয়া যায়। এছাড়া, আরবের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে, থামুডিক বি, থামুডিক ডি, সাফাইটিক এবং হিসমাইক নামে পণ্ডিতরা চারটি বিভিন্ন ভাষা পেয়েছেন। ভাষাপণ্ডিতদের প্রাপ্ত তত্ত্বের ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে, সাফাইটিক এবং হিসমাইক প্রকৃতপক্ষে আরবি ভাষার প্রাথমিক রূপ এবং সেগুলোকে পুরনো আরবি হিসেবে বিবেচনা করা উচিত।

আরবি সম্পর্কিত অসংখ্য সেমিটিক ভাষা ত্রয়োদশ এবং দশম শতাব্দীর মধ্যে আরবে ব্যবহার হতো। কিন্তু এগুলোর এমন কোনো বৈশিষ্ট্য নেই যা তাদের আরবি ভাষা হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়। ‘আরব’ হিসেবে উল্লেখ করা লোকদের প্রাচীনতম প্রমাণ খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টম

নিশ্চিতভাবেই প্রাচীন আরবি ভাষায় কথা বলতেন। খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে নাবাতিয়ানদের মধ্যে প্রথম আরামাইক লিপির একটা টানা হাতের রূপভেদে আরবি ভাষা লিখতে দেখা গেল, যা আইন আভদাত (Ein Avdat) শিলালিপিতে দেখা যায়।

এটিই প্রাচীনতম শিলালিপি, যেটি নিঃসন্দেহে আরবি ভাষার, যার সময় প্রায় ১২৫ খ্রিষ্টাব্দ। পাঠক, আপনারা নিচে যে ছবিটি দেখতে পারছেন, সেটিই আইন আভদাত শিলালিপি, যা বর্তমান ইসরাইলের দক্ষিণে নেগেভ মরুভূমির একটি গিরিপথ ‘আইন আভদাত’-এ পাওয়া গেছে। এটি একটি আরামাইক শিলালিপি, তবে এতে আরবি ভাষার তিনটি লাইন রয়েছে।

সংকলনেঃ এম.এ.এস ইমন
প্রকাশক, দৈনিক ‘মেহেরপুর প্রতিদিন’

মেহেরপুরে ইয়ামাহা রাইডার্স ক্লাবের ইফতার ও দোয়া মাহফিল

পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে ইয়ামাহা রাইডার্স ক্লাব মেহেরপুরের আয়োজনে হয়ে গেলো ইফতার ও দোয়া মাহফিল।

রবিবার সন্ধ্যায় শহরের সেভেন সেন্স রেস্টুরেন্টে মেহেরপুরের ওয়াইআরসির সদস্যদের নিয়ে এই ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

ইফতারের আগে দেশের শান্তি কমনায় মোনাজাত করা হয়। এসময় দেশের জনগণ যাতে ভালো ভাবে রোজা পালন করতে পারে এবং দেশের ব্যবসা- বাণিজ্য যাতে ভালো ভাবে চলে সেজন্য দোয়া করা হয়।

এসময় সিনিয়র টেরিটরি অফিসার এজাজ মাহমুদ, সার্ভিস ইঞ্জিনিয়ার মির্জা, মেহেরপুর ইয়ামাহা শোরুমের স্বত্বাধিকারী কৌশিক আহমেদ, ওয়াইআরসির গ্রুপ এডমিন শিথিল, শোরুম ম্যানেজার নাহিদ, সেলস এক্সিকিউটিভ মারুফ সুলতান বর্ষন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরের কুতুবপুরে ওয়ার্ড বিএনপি’র সম্মেলন ও ইফতার

মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড বিএনপি’র সম্মেলন, ইফতার ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে।

গতকাল রবিবার সন্ধ্যার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের উত্তর শালিকায় এই সম্মেলন, ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা বিএনপি’র সদস্য ওমর ফারুক লিটনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত জেলা বিএনপি’র যুগ্ন আহ্বায়ক ফয়েজ মোহাম্মদ।

এছাড়াও এসময় জেলা বিএনপি’র সদস্য আলমগীর খান সাতু, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাঁকাবিল্লা, জেলা বিএনপি’র সাবেক মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা নাজমিন নাহার রিনা, জেলা জিয়া মঞ্চের সদস্য সচিব মনিরুল ইসলাম মনি, বিএনপি নেতা মোশিউল আলম দ্বীপু, আবু ইউসুফ মিরন, বখতিয়ার হোসেন, সাইদুল হক কেনেডি, তাজুল ইসলাম, সুইট, আরিফ,সাইরুল ইসলাম, আবুল হাশেম, ফুর্তি হাসান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। ইফতার ও দোয়া মাহফিলে অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় করেন সাহাবুল ইসলাম।

কুতুবপুর ইউনিয়নের ৮ নং ওয়ার্ড বিএনপি’র সম্মেলনে নতুন কমিটির সভাপতি সাইদুল হাসান খান কেনেডি ও সাধারণ সম্পাদক নবিরুল ইসলাম, ৯ নং ওয়ার্ড বিএনপি সভাপতি মহিবুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক মুকুল হাসান নির্বাচিত হন।

এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বাড়িতে গভীর রাতে ইউএনও

এসএসসি, দাখিল ও সমমান পরীক্ষা উপলক্ষে শিক্ষার্থীদের খোঁজখবর নিতে রাতের আঁধারে তাদের বাড়িতে ছুটে যাচ্ছেন মেহেরপুর সদর উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. খায়রুল ইসলাম। শিক্ষার জন্য নিবেদিত এই প্রশাসনিক কর্মকর্তা শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করতে ও তাদের প্রস্তুতি নিশ্চিত করতে উপজেলার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটে চলেছেন।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই খায়রুল ইসলাম শুধু প্রশাসনিক কাজেই সীমাবদ্ধ থাকেননি, বরং উপজেলায় শিক্ষার মানোন্নয়ন ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে বেশ কিছু ব্যতিক্রমী উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। তারই অংশ হিসেবে তিনি শুরু করেছেন ‘রাত্রিকালীন হোম ভিজিট’ কার্যক্রম।

চলতি বছরের মার্চ মাসের শুরু থেকেই প্রতিদিন রাত ৮টা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত তিনি উপজেলার বিভিন্ন এলাকার এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার্থীদের বাড়িতে যাচ্ছেন। উদ্দেশ্য একটাই পরীক্ষার্থীদের পড়াশোনায় মনোযোগী করা, তাদের প্রস্তুতি পর্যবেক্ষণ করা এবং অভিভাবকদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় করা।

হোম ভিজিটকালে ইউএনও খায়রুল ইসলাম শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেন, তাদের পরীক্ষার প্রস্তুতির খোঁজ নেন এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেন। পাশাপাশি অভিভাবকদেরও পরামর্শ দেন কীভাবে সন্তানদের আরও ভালোভাবে পড়াশোনায় মনোযোগী করা যায়। এ ছাড়া পরীক্ষার্থীদের মাঝে প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ ও উপহার সামগ্রী বিতরণ করেন, যা শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করছে।

এই উদ্যোগে অভিভাবকদের মধ্যে স্বস্তি ও সন্তুষ্টি প্রকাশ পেয়েছে। তারা মনে করছেন, একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তার এমন ব্যতিক্রমী উদ্যোগ শিক্ষাক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে।

রাত্রিকালীন হোম ভিজিটের সময় ইউএনও খায়রুল ইসলামের সঙ্গে মেহেরপুর সদর উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মনিরুল ইসলাম, মোমিনপুর বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জাব্বারুল ইসলামসহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

আদম (আঃ)- এম.এ.এস ইমন (পর্ব ২)

যখন আল্লাহর সরাসরি আদেশ অমান্য করেছিল সে আল্লাহকেই দোষারপ করেছিল (নাউযুবিল্লাহ) সে বলেছিল নিশ্চয়ই আপনি আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, অতএব আমি মানুষকে পথভ্রষ্ট করব। অন্যদিকে আদম আলাইহিস সালাম নিজের ভুলের দায়ভার পুরোপুরি নিজের কাঁধে নিয়ে আল্লাহর কাছে নিজেকে সঁপে দিয়ে বলেছেন, আল্লাহ যদি তাকে ক্ষমা না করেন তার আর কোন আশা থাকবে না তার আর কোন উপায় থাকবেনা এবং আল্লাহ আদম আলাইহিস সালাম ও মা হওয়ার দোয়া কবুল করলেন কিন্তু তাদেরকে এও আদেশ করলেন যেহেতু তারা সেই গাছের ফল খেয়ে ছিল তাই তাদেরকে একটা নির্দিষ্ট সময়ে পৃথিবীতে কাটাতে হবে।

মুসলিম শরীফের হাদীসে এসেছে আল্লাহ তা’আলা আদম আলাইহিস সালামকে শুক্রবারে সৃষ্টি করেছেন, তাকে শুক্রবারে জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন, আর শুক্রবারেই তাকে সেখান থেকে বের হয়ে যেতে হয়েছিল।

আদম আলাইহিস সালাম আর মা হাওয়া পৃথিবীর দুটি আলাদা স্থানে অবতীর্ণ হলেন, তাঁরা ঠিক কোথায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন সে বিষয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে, তবে সব বর্ণনাই যা আসে তা হলো তারা দুজন পৃথক পৃথক জায়গায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। জান্নাতের মতো জায়গায় একে অপরের মধুর সঙ্গ পাওয়ার পর দুনিয়ার মতো জায়গায় এসে নিঃসঙ্গ দিন কাটানো অনেক বড় একটা পরীক্ষা ছিল।

একবার ভেবে দেখুন আপনার জীবন সঙ্গী যাকে আপনি সবসময় কাছে পাচ্ছেন, ঘরে ফিরলেই যার দেখা হয় যাকে ঘিরে আপনার সব পরিকল্পনা। তাকে যদি হঠাৎ করে আপনি হারিয়ে ফেলেন এবং কতদিনের জন্য আপনি হারিয়ে ফেলেছেন আপনি জানেন না এবং আপনি যেই রবের কাছে দোয়া করছেন আপনার ভয় হচ্ছে, সেই রব আপনার উপর রেগে আছেন।

আপনি এমন একটি জায়গায় আছেন যা অন্ধকার যা ভয়ানক এবং আপনি জানেন না আপনার জীবনসঙ্গী কেমন জায়গায় আছেন। এমন অবস্থায় নিজেকে কতটা অসহায় মনে হবে তারা ব্যাকুল হয়ে একে অপরকে খুঁজতে লাগলেন, খুঁজতে খুঁজতে কতদিন হয়ে গেল তার কোনো নির্দিষ্ট হিসেব নেই। কিন্তু

অবশেষে তারা একে অপরকে খুঁজে পেলেন এবং মা হওয়া এবং আদম আলাইহিস সালাম তাদের দুনিয়ার জীবনের সংসার শুরু করলেন।

বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে আদম আলাইহিস সালাম দুনিয়াতে প্রায় এক হাজার বছর বেঁচে ছিলেন এবং এই সময়ে মা হওয়া অনেকবার মা হয়েছিলেন এবং প্রতিবার তার কোলে আল্লাহর হুকুমে যমজ সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল এবং সেই সময়ের বিধান ছিল এক কোলের সন্তানকে আরেক কোলের সন্তানের সাথে বিয়ে করতে হবে।

অর্থাৎ যেহেতু তখন প্রতিটি মানুষই সরাসরি একে অপরের ভাইবোন ছিল তখন ভাইবোনের মধ্যে বিয়ে করার নিষেধাজ্ঞা জমজ ভাই বোনদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। আদম আলাইহিস সালামের প্রথম পুত্র সন্তানের নাম ছিল এবং এরপর এর পুত্র সন্তানের নাম ছিল হাবিল। কাবিল ছিল কৃষক আর হাবিল পশুপাখি পালত। কাবিল ছিল কিছুটা রাগী প্রকৃতির এবং সে হাবিলের বোনকে বিয়ে করার ব্যাপারে অসম্মতি জানাল। তার দৃষ্টিতে তার নিজের বোন ছিল আরো বেশি রূপবতী। এই অবস্থায় আদম আলাইহিস সালামের মাধ্যমে ওহী আসল তারা দুই ভাই যেন আল্লাহর উদ্দেশ্যে কুরবানী করে এবং কোরবানি কবুল হবে তার পছন্দই চূড়ান্ত হবে।

হাবিল তার খামার থেকে সবচেয়ে সুন্দর পশুটি আল্লাহর উদ্দেশ্যে কুরবানী করল, অন্যদিকে কবিল তার সবচেয়ে খারাপ ফসলটি কোরবানির নিয়তে উঠিয়ে রাখল এবং হাবিলের কোরবানি কবুল করলেন এবং কবিলের কোরবানি কবুল হলো না। এবং হাবিলের আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী কবিলের বোনকে বিয়ে করার জন্য সম্মতি জানাল। কিন্তু এতে কবিলের অন্তর হিংসা-বিদ্বেষ ভরে গেল এবং সে একপর্যায়ে হাবিলকে বলল সে হাবিলকে হত্যা করে ফেলবে।

হাবিল তার ভাইকে বলল তুমি আমাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে হাত বাড়ালেও আমি তোমাকে হত্যা করার জন্য হাত বাড়াবো না, কারণ আমি আল্লাহকে ভয় করি এবং তার কথা শুনে কাবিল আরো ক্ষুদ্ধ হয়ে উঠলো এবং হাবিলকে হত্যা করার জন্য তার গলা চেপে ধরলো কিন্তু তাকে হত্যা করতে পারল না। তখন ইবলিশ তাদের কাছে আসলো এবং হাবিলকে হত্যা করার পদ্ধতি শেখানোর জন্য একটি পশুর মাথায় পাথর দিয়ে পশুটিকে হত্যা করল এবং কবিল একিভাবে একটি পাথর নিয়ে হাবিলের মাথায় আঘাত করলো এবং এভাবেই হাবিল হয়ে গেল মানব ইতিহাসের প্রথম শহীদ হয়ে গেল মানব ইতিহাসের প্রথম হত্যাকারী।

যতক্ষণ পর্যন্ত আদম আলাইহিস সালাম এর কাছে খবর এলো ততক্ষণে তার

আদম আলাইহিস সালামের মৃত্যুর সময় মানব সমাজ অনেকটাই বড় হয়ে গিয়েছিল এবং সেখানে ভালো কাজের পাশাপাশি নানা ধরনের পাপ কাজ বাড়তে লাগল এবং এই অবস্থায় আল্লাহর বাণী প্রচার করার কাজে নামলেন আদম আলাইহিস সালামের সন্তান শীষ আলাইহিস সালাম।

সংকলনেঃ এম.এ.এস ইমন
প্রকাশক, দৈনিক ‘মেহেরপুর প্রতিদিন’

মুজিবনগরে পুলিশের অভিযানে ৫০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার

মেহেরপুরের মুজিবনগরে পুলিশের বিশেষ অভিযানের ৫০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়েছে।

আজ শনিবার অভিযান চালিয়ে মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় ৫০ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়।

মুজিবনগর থানার এসআই সাইফুল ইসলাম জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সংগীয় ফোর্স নিয়ে উক্ত এলাকায় অভিযান চালানো হয়। অভিযানের সময় ফেলে রাখা অবস্থায় ফেনসিডিলের বোতলগুলো উদ্ধার করা হয়। তবে এ ঘটনায় এখনো পর্যন্ত কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।

তিনি আরও জানান, মাদকবিরোধী এই ধরনের অভিযান নিয়মিত চলবে এবং মুজিবনগর থানা পুলিশ মাদক নির্মূলে কঠোর অবস্থানে রয়েছে।

মুজিবনগরে বিএনপি’র উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

মুজিবনগরে দারিয়াপুর বিএনপির উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শনিবার বিকেলে দারিয়াপুরে মুজিবনগর সরকারী ডিগ্রী কলেজ প্রাঙ্গনে দারিয়াপুর ইউনিয়নের কয়েক হাজার বিএনপি’র নেতাকর্মীর উপস্হিতিতে এই ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম মাষ্টারের সভাপতিত্বে ইফতার ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপি’র আহবায়ক কমিটির সদস্য এবং মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র (সাবেক) সভাপতি ও সাবেক মেহেরপুর ১ আসনের সংসদ সদস্য মাসুদ অরুণ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ও মেহেরপুর বার কাউন্সিলের সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন, জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক কমিটির সদস্য আব্দুর রশিদ, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ।

উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক আবুল হাসান, যুগ্ন আহবায়ক শাহিনুর রহমান, যুবদল নেতা আরিফ হোসেন, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাবেদ সেনজির, মেহেরপুর জেলা জজ কোর্টের এপিপি অ্যাডভোকেট সেলিম গাজী, ছাত্রনেতা মিঠুন সহ দারিয়াপুর বিএনপি’র নেতাকর্মীবৃন্দ।

ইফতারের আগে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আত্মার মাগফিরাত ও বেগম খালেদা জিয়ার রোগ মুক্তি কামনায এবং ছোট্ট শিশু আছিয়ার আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া অনুষ্ঠিত।

মেহেরপুরে অতিরিক্ত লোড নেওয়ায় চালকের বিরুদ্ধে মামলা, ট্রাক জব্দ

মেহেরপুর পৌরসভার সামনে অতিরিক্ত লোড নিয়ে পার হওয়ার সময় বিদ্যুতের তারসহ কয়েকটি ইন্টারনেট তার ছিঁড়ে যাওয়ায় ট্রাক জব্দ করেছে ট্রাফিক পুলিশ।

এ ঘটনায় ট্রাকচালক সালু মিয়ার বিরুদ্ধে ট্রাফিক আইনে মামলা দেওয়া হয়েছে।

শনিবার (১৫ মার্চ) দুপুরে এ ঘটনা ঘটে। ট্রাফিক পরিদর্শক ইসমাইল হোসেনের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

তিনি জানান, অতিরিক্ত লোড বহন করা ট্রাফিক আইন অনুযায়ী অপরাধ। তাই ট্রাকচালক সালু মিয়ার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে এবং ট্রাকটি জব্দ করা হয়েছে।

ট্রাকের মালিক সদর উপজেলার হিজুলী গ্রামের ফিরোজ আহমেদকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। ছিঁড়ে যাওয়া তারের ক্ষতিপূরণ আদায়ের ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

মেহেরপুরে ২০ বছর বয়সী মেয়েকে ধর্ষণের অভিযোগে বাবা গ্রেপ্তার

মেহেরপুরের গাংনীতে ২০ বয়সী বিবাহিত মেয়েকে ধর্ষণের দায়ে বাবাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আটক গাংনী উপজেলার করমদি গ্রামের আশারুল ইসলাম (৪৫)। আজ শনিবার সকালে তাকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ জানায়, চলতি বছরের ২৮ ফেব্রয়ারি ভিকটিম বাবার বাড়িতে বেড়াতে আসে। ওইদিন রাতে খাওয়া দাওয়া শেষ করে ভিকটিম ঘুমিয়ে পড়ে। পরে আনুমানিক ২ টার দিকে ভিকটেমর শরীরের স্পর্শকাতর স্থানে কারো স্পর্শ অনুভব হওয়ায় তার ঘুম ভেঙ্গে যায়। ঘুম ভেঙে মোবাইলের আলোতে দেখে যে, তার বাবা আশারুল হক তার বিছানায় বসে আছে।

সে তাকে জিজ্ঞাসা করে ‘‘আব্বু তুমি এতো রাতে এখানে কি করো’’ এই কথা বলার সাথে সাথে আসামী কোন কথা না শুনে জানোয়ারের মত তার বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাকে ভয়ভীতি দেখিয়ে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। ধর্ষণ শেষে আসামীর তার নিজ কক্ষে চলে যায়। সে তার পিতার এ ধরণের কাজের ফলে জ্ঞান শুন্য হয়ে নিজেকে ছয় দিন র্পযন্ত ঘরে বন্দি করে রাখে।

ভিকটিমের মা ভিকটিমকে ঘর থেকে বের না হবার কারণ জিজ্ঞাসা করলে ভিকটিম তার মাকে বিস্তারিত কারণ খুলে বলে। ভিকটিম তার মাকে জানায় পূর্বেও আসামী আশারুল হক বিভিন্ন সময়ে তার শরীরের বিভিন্ন স্পর্শকাতর জায়গায় হাত দিতো কিন্তু লজ্জায় এ কথা কাওকে বলতে পারেনি।

পরবর্তীতে গত ১৪ মার্চ গাংনী থানায় এসে ভিকটিম তার বাবার বিরুদ্ধে ধর্ষণ মামলা করেন। যার মামলা নম্বর ১৭, তারিখ ১৪/০৩/২৫ ইং।

গাংনী থানার ওসি বানী ইসরাইল বলেন, ভিকটিম মামলা সেই মামলায় ওই দিন রাতেই অভিযান চালিয়ে পুলিশ তার বাড়ি থেকে আশারুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করে। শনিবার সকালে তাকে আদালতে হাজির করা হয়েছে।

আদম (আঃ)- এম.এ.এস ইমন (পর্ব ১)

প্রথমে আল্লাহ ছিলেন, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন কিছুর অস্তিত্ব ছিল না। এমন কোনো মুহূর্ত ছিল না যখন তিনি ছিলেন না। তিনি ব্যতীত

কোন বাস্তবতা ছিলনা। কোন এক পর্যায়ে অসীম জ্ঞান এর মালিক সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনি সৃষ্টি করবেন।

একে একে সম্ভাবনার জগত থেকে বাস্তবতার জগতে নিয়ে আসতে লাগলেন তাঁর প্রথম সৃষ্টিগুলোকে। যেহেতু অসীম জ্ঞানের মালিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সৃষ্টি বলে কিছু থাকবে, তার মানে সৃষ্টির অস্তিত্ব থাকাটাই শ্রেয়। সেই সৃষ্টি ভালো কিছুই করুক বা খারাপ কিছু।

আল্লাহ তার আরশ সৃষ্টি করলেন, পানি সৃষ্টি করলেন, কলম সৃষ্টি করলেন, এবং সেই কলমকে আদেশ করলেন লেখ। কলম বলে বসল, আমার রব আমি কি লিখবো? আল্লাহ বললেনঃ সময়ের শেষ পর্যন্ত, অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে সব কিছু লিখো। আরশ শব্দের অর্থ আসন। আসন, পানি, কলম এই শব্দগুলোর অর্থ আমরা জানি। কিন্তু আল্লাহর সেই আরশ, সময়ের শুরু সেই পানি এবং সবকিছুর নিয়তি লেখা সেই কলম কেমন তা আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়, এবং একমাত্র আল্লাহর কাছে পরিপূর্ণ জ্ঞান রয়েছে। মহাবিশ্ব তৈরির ৫০ হাজার বছর আগে আল্লাহর হুকুমে, সেই কলম সবকিছু নিয়তি লিখে রেখেছিল লাওহে মাহফুজে। ৫০ হাজার বছর পর আল্লাহ আসমান এবং যমীন সৃষ্টি করলেন।

অতঃপর কোন এক পর্যায়ে আল্লাহ সৃষ্টি করলেন ফেরেশতাদের, নূর থেকে তৈরি আল্লাহর অপূর্ব সৃষ্টি প্রকৃতিগতভাবে আল্লাহর এবাদত নিমজ্জিত থাকে, এবং আল্লাহর হুকুম অমান্য করে না, এবং তাদের মধ্যে থেকে সর্বপ্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন জিবরাঈল আলাইহিস সালাম। আল্লাহ নূর থেকে ফেরেশতা তৈরি করার পর আরও কিছু সময় পার হলো এবং এরপর এক নতুন জাতি সৃষ্টি করলেন এবং তাদের সৃষ্টি করলেন এক ধরনের ধোয়াবিহীন আগুন থেকে। এই জাতির নাম হল জীন। ফেরেশতা আর জীনদের মধ্যে মূল পার্থক্য হল, জীন জাতি প্রকৃতিগতভাবেই আল্লাহর ইবাদত করে না বরং তারা চাইলে তার হুকুম অমান্য করতে পারে। আল্লাহ জীনদের দুনিয়াতে খালিফা হিসেবে পাঠালেন। আগুন থেকে তৈরি এই সৃষ্টি ছিল উত্তেজনা প্রবণ, তারা ঘনঘন যুদ্ধও খুনাখুনিতে লিপ্ত হতে লাগল এবং দুনিয়াতে অন্যায়-অনাচার ছড়িয়ে পড়লো। কিছু পুণ্যবান থাকা সত্বেও বেশিরভাগ আল্লাহকে অমান্য করতে লাগলো।

কিন্তু একজন ছিল যে বিশেষভাবে আল্লাহর এবাদত করত এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার চেষ্টা করত। এক পর্যায়ে তার এবাদত এর পুরস্কার স্বরূপ আল্লাহ তাকে তার এতটা কাছে আসার অনুমতি দিলেন যে সে ফেরেশতাদের অবস্থানে গিয়ে আল্লাহর এবাদত করার সুযোগ পেলো। অন্যদিকে দুনিয়াতে জীন জাতির অপকর্ম চলতে থাকায় আল্লাহ তা’আলা

ফেরেশতাদের হুকুম দিলেন দুনিয়াতে গিয়ে সেই জীনদের বিতাড়িত করার জন্য। এই দায়িত্ব পালন করার জন্য ফেরেশতাদের সাথে পাঠানো হল আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করা সেই জীনকেও।

দুনিয়ায় অন্যায় অনাচার সৃষ্টিকারীদের ফেরেশতারা ধ্বংস করল এবং খুব অল্পসংখ্যক জীন রেহাই পেল। আল্লাহর হুকুম পালন করে ফেরেশতারা আসমানে ফিরে আসলো এবং তাদের সাথে সেই পুণ্যবান জীন। এরপর কতটুকু সময় পার হল তা আমরা জানিনা। কিন্তু একপর্যায়ে রাব্বুল আলামীন ঘোষণা দিলেন তিনি এক নতুন জীব সৃষ্টি করবেন। যখন আল্লাহ ঘোষণা দিলেন তিনি মানুষ সৃষ্টি করবেন, ফেরেশেতারা অবাক হয়ে যায়। তারা দেখেছিল স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন জীন দুনিয়াতে কত অন্যায়-অনাচার করেছিল, তারা জানত মানুষকেও যদি স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দেওয়া হয় তাহলে তারাও পৃথিবীতে একিরকম অন্যায়-অনাচারে লিপ্ত হবে। তবু কেন আল্লাহ তাদের সৃষ্টি করবেন। তারা আল্লাহর সিদ্ধান্তের ওপরে প্রশ্ন তুলছিল না বরং তাদের বিস্ময় প্রকাশ করছিল।

আল্লাহ খুব সহজভাবেই বুঝালেন তাঁর কাছে এমন জ্ঞান রয়েছে যা ফেরেশতাদের কাছে নেই, অর্থাৎ মানুষকে সৃষ্টি করার পর তারা দুনিয়াতে নানা অপকর্মে লিপ্ত হলেও তাদের সৃষ্টি করার পিছনে কারণ রয়েছে, এবং শিঘ্রই সেই কারনগুলো পরিষ্কার হয়ে যাবে। অতঃপর আল্লাহ নিজ হাতে আদম আলাইহিস সালাম কে সৃষ্টি করলেন, এবং তাকে সৃষ্টি করলেন মাটি থেকে এবং তার দৈহিক গঠন সম্পন্ন করার পর তাঁর ভেতর রূহ বা আত্মা ফুকে দিলেন। এবং তিনি (আল্লাহ) আদম আলাইহিস সালাম কে সবকিছুর নাম শিখালেন, এবং তিনি ফেরেশতাদের হুকুম দিলেন আদম আলাইহিস সালামকে সেজদা করার জন্য, ফেরেশতাদের আসনে তখন সেই পুণ্যবান জিনেরও জায়গা ছিল। সেই আদেশটি তার ওপরেও প্রযোজ্য ছিল। কিন্তু প্রতিটি ফেরেশতা তাৎক্ষণিকভাবে আদম আলাইহিস সালামকে সম্মান স্বরূপ সেজদা করলেও, সেই জিন তাকে সেজদা করল না। প্রথমবারের মতো কেউ স্বয়ং আল্লাহর উপস্থিতিতে আল্লাহর হুকুম অমান্য করার ধৃষ্টতা দেখালো, এবং সাথে সাথে তারা এতো বছরের ইবাদতের উদ্দেশ্যে প্রকাশ পেল। সে আল্লাহকে বেশি বেশি ইবাদত করার মাধ্যমে আল্লাহর ভালোবাসা কামনা করেনি, কামনা করেছিল মর্যাদা সম্মান।

আগুনের তৈরী হয়ে ইবাদতের মাধ্যমে নূরের তৈরী ফেরেশতাদের মধ্যে জায়গা করে সে এতটা অহংকারী হয়ে গিয়েছিল, যে সে মাটির তৈরি আদম আলাইহিস সালামকে তাকে ছোট করে দেখলো। সে যে গোটা মহাবিশ্বের স্রষ্টা মহান রব্বুল আলামীনের অমান্য করার মাধ্যমে সবচেয়ে অপদস্ত

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]